মানচিত্রে বহির্বিশ্ব

পৃথিবীর অঞ্চলভিত্তিক ভৌগোলিক অবস্থান, সীমানা,পারিবেশিক, আর্থ সামাজিক, এবং ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্বঃ

মহাদেশসমুহঃ

পৃথিবীতে **৭ টি মহাদেশ** রয়েছে।
এগুলো হচ্ছেঃ

1.এশিয়া
2.আফ্রিকা
3.ইউরোপ
4.উত্তর আমেরিকা
5.দক্ষিণ আমেরিকা
6.ওশেনিয়া
7. অ্যান্টার্কটিকা

source: Britannica

প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপসমূহকে অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত করে নতুন ভূ-রাজনৈতিক অঞ্চল **ওশেনিয়া** সৃষ্টি করা হয়েছে।

বৃহত্তম/ক্ষুদ্রতমঃ

পৃথিবীর **বৃহত্তম মহাদেশ**- এশিয়া।
পৃথিবীর **ক্ষুদ্রতম মহাদেশ**- ওশেনিয়া।

আয়তনে এবং জনসংখ্যায় পৃথিবীর বড় মহাদেশ- এশিয়া।
আয়তনে এবং জনসংখ্যায় পৃথিবীর ছোট মহাদেশ- ওশেনিয়া।

সবচেয়ে বেশি/কম দেশঃ

সবচেয়ে বেশি দেশ রয়েছে- আফ্রিকা মহাদেশে (৫৪টি)
সবচেয়ে কম দেশ রয়েছে- দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশে (১২টি)

মহাদেশ পৃথকীকরণ প্রাকৃতিক উপাদানঃ

এশিয়াকে ইউরোপ থেকে পৃথক করেছে - ইউরাল পর্বত, ইউরাল নদী এবং কাস্পিয়ান সাগর।
ইউরোপ মহাদেশকে আফ্রিকা মহাদেশ থেকে পৃথক করেছে- ভুমধ্যসাগর।
এশিয়া মহাদেশকে আফ্রিকা থেকে পৃথক করেছে- লোহিত সাগর।

আমেরিকাকে এশিয়া থেকে পৃথক করেছে - প্রশান্ত মহাসাগর।
আমেরিকাকে ইউরোপ থেকে পৃথক করেছে- আটলান্টিক মহাসাগর।
আমেরিকাকে আফ্রিকা থেকে পৃথক করেছে- আটলান্টিক মহাসাগর।

বিবিধঃ
মানববসতিহীন মহাদেশ- এন্টার্কটিকা।
বরফাচ্ছন্ন মহাদেশ- এন্টার্কটিকা (পৃথিবীর **মোট জমাটবদ্ধ বরফের ৯০ শতাংশ** এন্টার্কটিকাতে)
অস্ট্রেলিয়া শব্দের অর্থ-**এশিয়ার দক্ষিণাঞ্চল।**
এশিয়া এবং ইউরোপ মহাদেশকে একত্রে বলা হয়- **ইউরেশিয়া**।

মহাদেশভিত্তিক তথ্যসমুহঃ

এশিয়াঃ

পরিসংখ্যানঃ

এশিয়া মহাদেশের **মোট আয়তন**- ৪ কোটি ৪৪ লক্ষ ৯৩ হাজার বর্গকিলোমিটার।
এশিয়া মহাদেশে **মোট দেশের** সংখ্যা- ৪৬টি।
এশিয়া মহাদেশে **মোট স্বাধীন দেশের** সংখ্যা-৪৪টি।
এশিয়ার **সর্বশেষ স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের** নাম- পূর্বতিমুর।
UNFPA ২০১৯ অনুযায়ী **এশিয়ার বর্তমান জনসংখ্যা**- ৪৬০কোটি **১** লাখ।
পৃথিবীর **প্রায় ৩০ শতাংশ** -এশিয়ার অন্তর্গত।
এশিয়া মহাদেশের **প্রায় মধ্যভাগ দিয়ে গিয়েছে**- **৯০°পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা**

একনজরে এশিয়া মহাদেশের দেশসমূহঃ

অবস্থান	সংখ্যা	দেশ
দক্ষিণ এশিয়া	৯টি	বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, ভুটান, আফগানিস্তান, শ্রীলংকা, মালদ্বীপ, নেপাল, ইরান।
দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া	১১টি	মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম,লাওস, কম্বোডিয়া, ব্রুনাই,পূর্ব তিমুর, ফিলিপাইন, মিয়ানমার,থাইল্যান্ড।

দূরপ্রাচ্য বা পূর্বএশিয়া	৬টি	চীন, জাপান, উঃ কোরিয়া, দঃ কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া, তাইওয়ান।
নিকট প্রাচ্য	৫টি	লেবানন, ফিলিস্তিন, সিরিয়া, তুরস্ক, ইসরাইল
মধ্যপ্রাচ্য	৯টি	ইরাক, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, কাতার,বাহারাইন, জর্ডান, ওমান, ইয়েমেন।
উত্তর পশ্চিম এশিয়া/মধ্য এশিয়া	৬টি	কাজাখস্তান, উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, কিরগিজস্তান, আজারবাইজান

এশিয়ার বৃহত্তম /খুদ্রতমঃ

এশিয়ার **বৃহত্তম মরুভূমি**— গোবি মরুভূমি।
এশিয়ার **বৃহত্তম সাগর**— দক্ষিণ চীন সাগর।
এশিয়ার **বৃহত্তম হ্রদ**-কাস্পিয়ান সাগর।
এশিয়ার **দীর্ঘতম নদী**—ইয়াংসিকিয়াং (চীন)।
এশিয়ার **সর্বোচ্চ শৃঙ্গ**-মাউন্ট এভারেস্ট।
এশিয়ার **দীর্ঘতম পর্বতমালা**- হিমালয় পর্বতমালা।
এশিয়ার একমাত্র দেশ যা কোনদিন কারো অধীনে ছিল না- থাইল্যান্ড।
এশিয়ার **বৃহত্তম উপদ্বীপ**-আরব উপদ্বীপ।
এশিয়ার **বৃহত্তম দ্বীপ**- বোর্নিও দ্বীপ, ইন্দোনেশিয়া।

এভারেস্ট। source: wikipedia

চীনের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহঃ

চীনের **পুরাতন নাম**- ক্যাথে।
আয়তনে ও জনসংখ্যায় এশিয়ার বৃহত্তম দেশ- চীন ।
ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেস হল- গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের **রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সর্বোচ্চ কক্ষ।**
চীনের **রাজধানীর** নাম- বেইজিং।
বিশ্বের **বৃহত্তম রাজনৈতিক দল** -চীনা কমিউনিস্ট পার্টি।
চীনের **পার্লামেন্ট ভবনকে** বলা হয়- গ্রেট হল অব দ্য পিপলস।
চীনের দুঃখ বলা হয় হাোয়াংহাে নদীকে।
পৃথিবীর সর্বাধিক **রেশম** উৎপন্ন হয়— চীনে।
বিশ্বের **সবচেয়ে বেশি সংখ্যক লাোক কথা বলে- মান্দারিন বা চীনা ভাষায়।**

গুরত্বপূর্ণ অঞ্চল সমূহঃ
চীনের **৩টি স্বায়ত্তশাসিত** অঞ্চল রয়েছে। এগুলাে হল-হংকং, ম্যাকাও এবং তিব্বত।
চীনের **একটি বিশেষ প্রশাসনিক অঞ্চল**-ম্যাকাও।
পর্তুগিজরা ৪৪২ বছর শাসন করার পর ম্যাকাও দ্বীপ **চীনের নিকট হস্তান্তর করে**- ১৯৯৯ সালের ২০ ডিসেম্বর।এশিয়া মহাদেশে ইউরাোপের **সবচেয়ে প্রাচীন ও সর্বশেষ উপনিবেশ** হল ম্যাকাও।
পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি দেশের সাথে সীমান্ত রয়েছে **চীনের ও রাশিয়ার** (১৪টি করে)।

চীন এবং রাশিয়ার মধ্যবর্তী দেশ- মঙ্গোলিয়া।
চীনের **মুসলিম অধ্যুষিত প্রদেশটি** হচ্ছে জিনজিয়াং।
জিনজিয়াং প্রদেশে বসবাসকারী **প্রধান মুসলিম সম্প্রদায়ের** নাম-**উইঘুর**।

চীনের মহাপ্রাচীরঃ
চীনের মহাপ্রাচীর অবস্থিত- **মঙ্গোলিয়া এবং চীনের** বিশাল সীমান্ত জুড়ে।
চীনের মহাপ্রাচীরের **নির্মাণকাল**- ২২১-২০৬ অব্দ।
চীনের মহাপ্রাচীরের **দৈর্ঘ্য**- ২১,১৯৬ কিমি।
চীনের মহাপ্রাচীর **বিশ্ব ঐতিহ্যের** তালিকাভুক্ত হয়- ১৯৮৭ সালে।

তিয়েন আনমেন স্কয়ারঃ
তিয়েন আনমেন স্কয়ার অবস্থিত- **চীনের বেইজিংইয়ে।**
১৯৪৯ সালের ১লা অক্টোবর মাও সেতুং চীনকে **সমাজতান্ত্রিক** রাষ্ট্র ঘোষণা করে- তিয়েন আনমেন স্কয়ারে।

তিয়েন আনমেন শব্দের অর্থ- **চিরশান্তির তোরণ**।

Source: www.bd-journal.com

জাপান সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহঃ

জাপানের **পুরাতন নাম**-নিপ্পন।
জাপানের **সম্রাটের উপাধি** -মিকার্ডো।
জাপানের **রাজধানীর** নাম-টোকিও।
প্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যে **প্রথম সূর্য** উদিত হয়— জাপানে।
ভূমিকম্পের দেশ -জাপান।
জাপানের **বৃহত্তম চারটি দ্বীপ হল** -হোনশু, হোক্কাইদো, ক্যুশু ও শিকোকু।

বিশ্বের বৃহত্তম মহানগরীয় অর্থনীতি-জাপান ।
জাপানের প্রধান দুইটি ধর্ম হলো- শিন্তো ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম।

স্ট্যাচু অব পিস' অবস্থিত-~-নাগাসাকি (জাপান)।
কুড়িল দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে যেই দুটি দেশের মধ্যে **বিরোধ** - জাপান এবং রাশিয়া।
পার্ল হারবার আক্রমণঃ এটি একটি অপ্রত্যাশিত সামরিক অভিযান যা জাপান সাম্রাজ্যের নৌবাহিনী কর্তৃক ৭ ডিসেম্বর, ১৯৪১ সালের ভোরে (জাপানের সময়: ৮ ডিসেম্বর, ১৯৪১) সংঘটিত হয়। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের পার্ল হারবারে অবস্থিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিমান ও নৌ-ঘাঁটিতে এই আক্রমণ পরিচালিত হয়।

১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের **৬ ও ৯ আগস্ট** জাপানে **প্রথম ও দ্বিতীয় আণবিক বোমা** (লিটলবয় ও ফ্যাট ম্যান) ফেলা হয়।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কোরিয়া যে দেশের অধীনে ছিলো- জাপান।

স্ট্যাচু অব পিস source:Japan Guide

ভারতের গুরত্বপূর্ণ তথ্যসমূহঃ

দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম দেশ- ভারত, দেশটির সরকারি নাম **ভারতীয় প্রজাতন্ত্র**।ভৌগোলিক আয়তনের বিচারে এটি **দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম এবং বিশ্বের সপ্তম বৃহত্তম রাষ্ট্র**। বর্তমানে ভারত **২৮টি রাজ্য ও আটটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল** বিশিষ্ট একটি সংসদীয় সাধারণতন্ত্র।

বিশ্বের **বৃহত্তম চা উৎপাদনকারী** দেশ- ভারত।

ভারতের মোট **রাজ্য সংখ্যা**- ২৮টি।

বিশ্বের **সবচেয়ে বড় লিখিত সংবিধান**- ভারতের।

ভারতের **রাজধানী** -নয়াদিল্লী।

দিল্লীর পুরানো নাম- হস্তিনাপুর।

হিমাচল প্রদেশের রাজধানী- সিমলা।

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে **সিমলা চুক্তি** স্বাক্ষরিত হয়- ১৯৭২ সালে।

গঙ্গা নদীর উৎপত্তি স্থল- গঙ্গোত্রী হিমবাহ।

পৃথিবীতে **সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত** হয়- মেঘালয়ের মাসিনরামে।

লাল করিডোর অবস্থিত- ভারতে।

: ভারত বাংলাদেশের মধ্যে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত ছিটমহল বিনিময় সম্পন্ন হয় - ২০১৫ সালে।

গুরুত্বপূর্ণ লাইনসমূহঃ

রেডক্লিফ লাইন- ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে চিহ্নিত সীমারেখা।

লাইন অব কন্ট্রোল - ভারত ও পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী রেখা।

লাইন অব একচুয়াল কন্ট্রোল - চীন ও ভারতের সীমান্তবর্তী রেখা।

ভারত এবং নেপালের মধ্যে অমীমাংসিত সীমানা- কালাপানি।

ভারত এবং চীনের মধ্যে বিরোধ রয়েছে- লাদাখ নিয়ে।

ইতিহাসঃ

সিন্ধু নদের তীরে গড়ে উঠা সভ্যতা- সিন্ধু সভ্যতা নামে পরিচিত।

সিন্ধু সভ্যতা আবিস্কৃত হয়-**১৯২১** খ্রিস্টাব্দে।

ভারতীয় উপমহাদেশের **প্রথম সাম্রাজ্য**- মৌর্য সাম্রাজ্য

৩২১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ভারতে **মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা** করেন-- চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য

নালন্দা বিহার প্রতিষ্ঠিত হয়- খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে।

নালন্দা বিহার **বর্তমানে** অবস্থিত-ভারতের বিহার রাজ্যে।

ভারতীয় উপমহাদেশে **মুসলিম শাসনের সূত্রপাত** করেন- মুহাম্মদ বিন কাসিম।

(মুহাম্মদ বিন কাসিম- **সিন্ধু ও মুলতানের** রাজা **দাহিরকে** পরাজিত করে তিনি **৭১২ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধু জয়** করেন)

পানিপথঃ

পানিপথ অবস্থিত- দিল্লির অদূরে **যমুনা নদীর তীরে**

পানিপথের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয় -১৫২৬ সালে।

(এই যুদ্ধ সংঘটিত হয় মুঘল সম্রাট বাবর ও দিল্লির সুলতান ইব্রাহিম লোদীর মধ্যে। ফলাফল মুঘল বিজয়)

ভারতবর্ষে প্রথম কামানের ব্যবহার হয়- পানি পথের প্রথম যুদ্ধে।

পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ যুদ্ধ সংঘটিত হয়– ১৫৫৬ সালে।(এই যুদ্ধ সংঘটিত হয় মুঘল সম্রাট আকবরের সঙ্গে সম্রাট হেম চন্দ্র বিক্রমাদিত্যর (হেমু) । ফলাফল মুঘল বিজয়।)

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়- ১৭৬১সালে। (এই যুদ্ধ সংঘটিত হয় দুররানি সাম্রাজ্য ও মারাঠা সাম্রাজ্যদ্বয়ের মধ্যে। ফলাফল দুররানি সাম্রাজ্য বিজয়। এই বিজয়ের কারনে দুররানি সম্রাজ্য পরবর্তী সময়ে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল।)

সম্রাট **জাহাঙ্গীরের অনুমতি নিয়ে** East India Company **প্রথম কুঠি স্থাপন** করেন-- সুরাটে (১৬১২)

মুঘল সাম্রাজ্যের ১৯তম এবং শেষ সম্রাট- বাহাদুর শাহ।

বাহাদুর শাহ **ব্রিটিশ কতৃক নির্বাসিত** হন- মায়ানমারের প্রাক্তন রাজধানী রেঙ্গুনে। (সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন)

জালিনয়ালাবাগ হত্যাকান্ডঃ

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়- ১৩ এপ্রিল, ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে **রবীন্দ্রনাথ** ত্যাগ করেন- নাইট উপাধি

পানিপথ source: newg24

উল্লেখযোগ্য স্থানঃ

বিখ্যাত **কুতুব মিনার** অবস্থিত- ভারতের দিল্লিতে।

ঐতিহাসিক **মক্কা মসজিদ** অবস্থিত- ভারতের হায়দ্রাবাদে।

ঐতিহাসিক **বাবরি মসজিদ** অবস্থিত- অয্যোধ্যায় (উত্তর প্রদেশ) ।

১৫২৭ সালে সম্রাট বাবর কর্তৃক নির্মিত **ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদ** ভেঙ্গে ফেলা হয়- ৬ ডিসেম্বর, ১৯৯২।

পবিত্র **আজমীর শরিফ** ভারতের যে রাজ্যে অবস্থিত—রাজস্থান।

মন্দিরের শহর- বেনারস (উত্তর প্রদেশ)।

গোলাপি শহর -রাজস্থানের জয়পুর।

পৃথিবীর **সপ্তাশ্চর্যের যেটি দক্ষিণ এশিয়াতে** অবস্থিত- আগ্রার তাজমহল।

তাজমহল ও ময়ূর সিংহাসনের নির্মাতা- সম্রাট শাহজাহান।

সম্রাট শাহজাহান কর্তৃক **মমতাজ মহলের সমাধির উপর** নির্মিত তাজমহল- আগ্রায় যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত।

ভারতের **সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা**- পশ্চিমবঙ্গ।

সেভেন সিস্টার্স অবস্থিত- ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলে।
আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়, মণিপুর, মিজোরাম, অরুণাচল, নাগাল্যান্ড ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় এই ৭টি রাজ্যকে একত্রে **সেভেন সিস্টারস** বলা হয়।
হিমালয় পর্বতমালা অবস্থিত- ভারত ও নেপালে।

কুতুব মিনার, source:bengali.mapsofworld.com

শ্রীলংকার গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহঃ

দক্ষিণ এশিয়ার একটি দ্বীপ রাষ্ট্র হল শ্রীলঙ্কা। ১৯৭২ সালের আগে এই দ্বীপ **সিলন** নামেও পরিচিত ছিল।

এশিয়ার **একমাত্র বৌদ্ধ রাষ্ট্র**-শ্রীলংকা।

দ্বীপরাষ্ট্র শ্রীলঙ্কা **ব্রিটেনের কাছ থেকে স্বাধীনতা** লাভ করে-১৯৪৮ সালে।

শ্রীলঙ্কার **প্রশাসনিক রাজধানীর** নাম -শ্রী জয়াবর্ধেনেপুরা কোট্টে।

শ্রীলঙ্কার **প্রধান শহর**- কলম্বো।

শ্রীলংকার **প্রাচীন রাজধানীর** নাম-ক্যান্ডি।

এডামস পিক অবস্থিত-শ্রীলংকায়।

মুসলিম অধ্যুষিত **মান্নারদ্বীপ** অবস্থিত- শ্রীলঙ্কায়।
শ্রীলঙ্কার **প্রেসিডেন্টের সরকারী বাসভবনের** নাম- টেম্পল ট্রি।

নেপাল এবং ভুটানঃ

নেপাল শব্দের অর্থ পবিত্র গুহা।

হিমালয়ের কন্যা বলা হয়- নেপালকে।

নেপালের রাজধানী-কাঠমান্ডু।

এডামস পিক source:Wikipedia

নেপালে **৭.৮ মাত্রার ভুমিকম্প** আঘাত হানে- **২৫ এপ্রিল ,২০১৫**। ১৯৩৪-এর নেপাল–বিহার ভূমিকম্পের পর এটি নেপালে আঘাত হানা সবচেয়ে শক্তিশালী ভূমিকম্প।

যে রাষ্ট্র মোট জাতীয় সুখ (Gross National Happiness) **কে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মানদণ্ড** হিসেবে গ্রহণ করেছে- ভুটান।

ইন্দোনেশিয়াঃ

ইন্দোনেশিয়ার **পুরাতন নাম**- ডাচ ইস্ট ইন্ডিজ।

পৃথিবীর **সর্বাধিক দ্বীপ রাষ্ট্র**-ইন্দোনেশিয়া।

হাজার দ্বীপের দেশ- ইন্দোনেশিয়া।

ইন্দোনেশিয়ার **নতুন রাজধানী**- বোর্নিও।

এশিয়ার **বৃহত্তম দ্বীপ**- বাের্নিও দ্বীপ (ইন্দোনেশিয়া)

পৃথিবীর **বৃহত্তম মুসলিম অধ্যুষিত দেশ**-ইন্দোনেশিয়া।

ইন্দোনেশিয়া থেকে স্বাধীনতা অর্জন করে- পূর্ব তিমুর।

(১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে পূর্ব-তিমুর **পর্তুগিজ উপনিবেশ** ছিল। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতা লাভ করলেও **ইন্দোনেশিয়ার প্রদেশ** হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং **২০০২ ইন্দোনেশিয়ার কাছ** থেকে স্বাধীনতা অর্জন করে। ইন্দোনেশিয়া **নেদারল্যান্ডস (ডাচ)** এর উপনিবেশ ছিল।)

ইন্দোনেশিয়ার **জাতীয় উদ্যান**-কমোডো ন্যাশনাল পার্ক।

কমোডো ন্যাশনাল পার্ক। source:cruising indoneshia

মালয়েশিয়াঃ

মালয়েশিয়ার **প্রশাসনিক রাজধানীর** নাম— পুত্রজায়া।

(বৃটিশ উপনিবেশ থেকে মালয়েশিয়া **১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে** স্বাধীনতা লাভ করে। সিঙ্গাপুর ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে বৃটিশ শাসন থেকে মুক্ত হয়ে মালয়েশিয়ার সাথে একীভূত হয় এবং ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে পৃথক একটি রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে)

বিবিধঃ

ইন্দোচীন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার একটি উপদ্বীপ যা **ইন্ডিয়া ও চীন** এর মাঝখানে অবস্থিত। এর দেশগুলো হলো- **১. লাওস ২. কম্বোডিয়া ৩. ভিয়েতনাম।**

গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেল – থাইল্যান্ড, লাওস ও মায়ানমার সীমান্তে অবস্থিত **পপি উৎপাদনকারী** অঞ্চল।

তাইওয়ানের **পুরাতন নাম** -ফরমোজা।

উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়া বিভক্ত হয়—**৩৮° অক্ষরেখা** বরাবর।

ভিয়েতনামঃ

ভিয়েতনাম **বিভক্ত হয় ১৯৫৪ সালে** এবং পুনরায় একত্রিত হয়- **১৯৭৬ সালে।**

বার্মার নাম পরিবর্তন করে মিয়ানমার করা হয়- ১৯৮৯ সালে ।

হা লং বে- ভিয়েতনামে অবস্থিত **১৫৫৩ বর্গ কিলোমিটার** আয়তন বিশিষ্ট উপসাগর।

হো চি মিন সিটির**পুরাতন নাম**- সায়গন ।

সংযুক্তির পূর্বে **উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের সীমানা** যে **অক্ষরেখা** দ্বারা চিহ্নিত ছিল—১৭ সমান্তরাল।

মধ্য এশিয়া এবং অন্যান্যঃ

মাটি খুঁড়ে প্রথম যে শহরটির খোঁজ মিলে- হরপ্পা নগরী (পাকিস্তানের পাঞ্জাবে অবস্থিত)

মহেঞ্জোদারো নগরী আবিষ্কৃত হয় - **১৯২২ সালে** (পাকিস্তানের লারকানা জেলায় অবস্থিত)

গোল্ডেন ক্রিসেন্ট – ইরান, আফগানিস্তান ও পাকিস্তান সীমান্তে অবস্থিত আফিম মাদক উৎপাদনকারী অঞ্চল।

ডুরান্ড লাইন - **পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের** মধ্যে সীমানা চিহ্নিতকরণ রেখা।

আফগানিস্তানের **ভাষা** -পশতু।

মধ্য এশিয়ায় **আয়তনে বড় দেশ**-কাজাখস্তান (আয়তনে সবচেয়ে বড় মুসলিম রাষ্ট্র)

তালগাছের শহর বলা হয়- পালমিরা (সিরিয়ার শহর)।

ইতিহাস বিখ্যাত **ট্রয় নগরী** অবস্থিত-তুরস্কে।

ইস্তাম্বুলের **পুরাতন নাম**- কনস্ট্যান্টিনোপল।

পৃথিবীর যে **নদীতে মাছ হয় না**- জর্ডান নদী।

পৃথিবীর **প্রাচীনতম শহর**- জেরিকো (ফিলিস্তিন)

আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানের মধ্যে বিবাদমান **ছিটমহল**- নাগার্নো কারাবাখ।

পৃথিবীর ছাদ- পামীর মালভূমি।

বিশ্বের একমাত্র দেশ **যার কোনো সংবিধান ও পার্লামেন্ট নেই** – সৌদি আরব।

আয়তনে মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে **বড় দেশ**- সৌদি আরব।

মধ্যপ্রাচ্যের **অনারব দেশ**-ইরান ও তুরস্ক।

ইরানে **ইসলামি বিপ্লব** সংঘটিত হয়- **১৯৭৯** সালে।

ইরানে **ইসলামি বিপ্লবের নেতৃত্ব** দেন- আয়তুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনি।

ইরানের **মানবাধিকার কর্মী**—শিরিন এবাদি। তিনি নোবেল বিজয়ী প্রথম মুসলমান নারী (শান্তি- ২০০৩ সাল)

ইরান-ইরাক যুদ্ধ হয়- **শাত-ইল-আরব** জলধারকে কেন্দ্র করে।

কুর্দিস্তানের অধিবাসীকে বলে— কুর্দি। বর্তমানে কুর্দিরা তুর্কি, ইরান ও ইরাকে বসবাস করছে।

মালদ্বীপঃ

আয়তনে দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষুদ্রতম দেশ- মালদ্বীপ।

সার্কভুক্ত যে দেশের **নিজস্ব সেনাবাহিনী নেই**- মালদ্বীপের

সমুদ্রতল থেকে উচ্চতার দিক থেকে **সবচেয়ে নিচু দেশ**-মালদ্বীপ (সমুদ্রতল থেকে উচ্চতা ১.৫ মিটার)।

সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে **মাথাপিছু আয় সব থেকে বেশি**- মালদ্বীপের।

মধ্যপ্রাচ্যঃ

ফিনিশীয়দের রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল **লেবানন পর্বত ও ভূমধ্যসাগরের মাঝামাঝি** ভূমিতে।

দূরপ্রাচ্যের যে দেশের **অধিকাংশ অধিবাসী যাযাবর**-মঙ্গোলিয়া ।

প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসে ফিনিশীয়দের পরিচয় **শ্রেষ্ঠতম নাবিক** ও **জাহাজ** নির্মাতা হিসেবে।

সর্বপ্রথম বর্ণমালা উদ্ভাবন করে–ফিনিশীয়রা।

পারস্যের ইতিহাসের সবচেয়ে **সফল শাসক**- দারিয়ুস।

দারিয়ুস. source:wikipedia

পৃথিবীর **প্রাচীনতম সভ্যতা**–মেসোপটেমিয়া সভ্যতা।

আজকের **ইরাক অঞ্চলের টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর** উর্বর তীরাঞ্চলে বেশ কয়েকটি নগর সভ্যতার বিকাশ ঘটে।

মেসোপটেমিয়ার **পূর্বে টাইগ্রিস এবং পশ্চিমে ইউফ্রেটিস নদী** অবস্থিত।

"মেসোপটেমিয়া' **(গ্রিক)** শব্দের অর্থ **দুই নদীর মধ্যবর্তী ভূমি**।

মেসোপটেমিয়ার অন্তর্ভুক্ত **সভ্যতাসমূহ** হচ্ছে -সুমেরীয় সভ্যতা, ব্যাবিলনীয়

সভ্যতা, আসিরীয় সভ্যতা, ক্যালডীয় সভ্যতা

সুমেরীয়রা আবিষ্কার করেন -চাকা।

ব্যাবিলনীয়দের সবচেয়ে বড় অবদান— **আইন** প্রণয়নে

ব্যাবিলনের ঝুলন্ত উদ্যান-ইরাকে অবস্থিত

বৃত্তকে ৩৬০° কোণে ভাগসহ পৃথিবীকে **অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশে প্রথম** ভাগ করে- আসিরীয়রা

ক্যালডীয়রাই প্রথম **সপ্তাহকে সাত দিনে** বিভক্ত করে এবং **প্রতি দিনকে ১২ জোড়া** ঘণ্টায় ভাগ করার পদ্ধতি বের করে।

ইউরোপঃ

পৃথিবীর **তৃতীয় বৃহত্তম** মহাদেশ- ইউরোপ।

এশিয়া মহাদেশের **৫ ভাগের একভাগ** হল- ইউরোপ।

ইউরোপ মহাদেশে স্বাধীন দেশ হিসেবে **জাতিসংঘভুক্ত দেশ নয়**- ভ্যাটিকান।

ইউরোপ মহাদেশে **স্বাধীন দেশের সংখ্যা** - ৪৮টি।

ইউরোপের ক্ষুদ্রতম/ বৃহত্তমঃ

জনসংখ্যায় ইউরোপ মহাদেশের **বৃহত্তম** দেশ রাশিয়া

জনসংখ্যায় ইউরোপ মহাদেশের **ক্ষুদ্রতম** দেশ- ভ্যাটিক্যান সিটি।

আয়তনে ইউরোপ তথা **পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম দেশ**—ভ্যাটিকান সিটি (.৪৪ বর্গ কি.মি.)

আয়তনে ইউরোপ তথা **পৃথিবীর বৃহত্তম দেশ**- রাশিয়া।

ইউরোপের **বৃহত্তম সাগর**- ভূমধ্যসাগর।

ইউরোপের **দীর্ঘতম পর্বতমালা**- আল্পস পর্বতমালা।

পৃথিবীর **সবচেয়ে উত্তরের নগরী**— হ্যামারফাস্ট (নরওয়ে)।

পৃথিবীর **বৃহত্তম রেলপথ**—ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলপথ।

ইউরোপ মহাদেশের **বৃহত্তম দ্বীপ**- গ্রেট ব্রিটেন।

ফ্রান্সের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহঃ

বর্তমানে ফ্রান্স এর **পঞ্চম প্রজাতন্ত্র** পর্যায়ে রয়েছে। **১৯৫৮ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর** এই প্রজাতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয়।

ফ্রান্সের পুরাতন নাম- গল।

ফ্রান্সের রাজধানীর নাম- প্যারিস।

ফ্রান্সের **প্রেসিডেন্টের সরকারি বাসভবন**— এলিসি প্রাসাদ।

সামন্ত প্রথার উদ্ভব ঘটে- ফ্রান্সে।

বিখ্যাত **ভার্সাই নগরী** অবস্থিত- ফ্রান্সে।

ভার্সাই নগরী surce:blog.bdnews24.com

ভার্সাই চুক্তিঃ

ভার্সাই চুক্তি একটি শান্তিচুক্তি । এটি প্রথম **বিশ্বযুদ্ধের** পর **জার্মানি এবং তার বিরোধী রাষ্ট্রসমূহের** ভিতরে সম্পাদিত একটি চুক্তি।

ভার্সাই চুক্তির স্থান: মিরর হল, ভার্সাই প্রাসাদ, ভার্সাই নগরী, ফ্রান্স

সম্পাদনের তারিখ: জুন ২৮, ১৯১৯।

কার্যকরণের তারিখ: জানুয়ারি ১০, ১৯২০।

ফরাসি বিপ্লবঃ

ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধের ব্যাপ্তিকাল- ১৩৩৮ থেকে ১৪৫৩।

১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জুলাই বাস্তিল দূর্গের পতনের মাধ্যমে শুরু হয়-ফরাসি বিপ্লব। **ফরাসি বিপ্লবের** মেয়াদকাল- ১৭৮৯-১৭৯৯ সাল।

ফরাসি বিপ্লবের সময় **ফ্রান্সের রাজা** ছিলেন--- ষোড়শ লুই।

ফরাসি বিপ্লবের **নায়ক ও শিশু** বলা হয়- নেপোলিয়ানকে।

ফরাসি বিপ্লবের **মূল স্লোগান**- ভ্রাতৃত্ব, সাম্য ও স্বাধীনতা।

ট্রাফালগার স্কয়ারঃ

ট্রাফালগার স্কয়ার অবস্থিত- লন্ডনে। **ট্রাফালগার যুদ্ধ** হয় -২১ অক্টোবর ১৮০৫ সালে, স্পেনের ট্রাফালগার অন্তরীপের নিকট যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সের মধ্যে।

ট্রাফালগার স্কয়ার source:Park Grand London

জার্মানিঃ

এটি **১৬টি রাজ্য** নিয়ে গঠিত একটি **সংযুক্ত ইউনিয়ন। আয়তনের দিক থেকে জার্মানি ইউরোপের ৭ম বৃহত্তম রাষ্ট্র।বার্লিন** জার্মানির রাজধানী ও বৃহত্তম শহর।

জার্মানি পুরাতন নাম- ডয়েচল্যান্ড।

আধুনিক জার্মানির রূপকার বা জনক বলা হয়-বিসমার্ককে।

জার্মানির **রাষ্ট্রপ্রধান** -রাষ্ট্রপতি ।

জার্মানির **সরকার প্রধান**- চ্যান্সেলর।

জার্মানির **প্রাচীন রাজাদের** বলা হত -কাইজার।

জার্মানি ছাড়াও জার্মান ভাষায় কথা বলে- অস্ট্রিয়ার অধিবাসীরা।

বার্লিন প্রাচীরঃ

বার্লিন প্রাচীর **নির্মাণ** করে- সাবেক পূর্ব জার্মানি।

বার্লিন **প্রাচীর নির্মিত** হয়- ১৯৬১ সালে এবং বার্লিন **প্রাচীর ভাঙ্গা** হয়—১৯৮৯ সালে।

বার্লিন দেয়ালে **নির্মিত গেইটের নাম**-ব্রান্ডেডবার্গ গেইট।

দুই জার্মানি একত্রিত হয়—৩ অক্টোবর ১৯৯০ সালে।

Source: ইতিবৃত্ত

রুশ বিপ্লবঃ

রাশিয়ায় **রুশ বিপ্লব** সংঘটিত হয়-১৯১৭ সালে ।

রুশ বিপ্লবের স্থায়িত্ব কাল ছিল—-১০ দিন

রুশ বিপ্লবের অপর নাম—অক্টোবর বিপ্লব/বলশেভিক বিপ্লব।

রুশ বিপ্লবের নায়ক ছিলেন- ভ্লাদিমির ইলিচ লেলিন।

উন্নয়নে **'পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার'প্রবর্তক**- সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন (রাশিয়া)।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নীতির প্রবর্তক- জোসেফ স্ট্যালিন।

রাশিয়ার সম্রাটদের ডাকা হতো - জার নামে।

লেনিন source:bn.wikipedia.org

উপনামঃ

গণতন্ত্রের সূতিকাগার বলা হয়- গ্রিসকে।

রেনেসার শুরু- ইতালির ফ্লোরেন্স শহরে।

ল্যান্ড অব মার্বেল বলা হয়-ইতালিকে ।

হেলেনিক ও হেলেনিস্টিক সংস্কৃতির নাম জড়িত- গ্রিক সভ্যতার সাথে।

বিশ্বের বৃহত্তম দ্বীপ **গ্রিনল্যান্ডের** মালিকানা -ডেনমার্কের।

বাইসাইকেলের শহর - কোপেনহেগেন (ডেনমার্কের রাজধানী) ।

হাজার হ্রদের দেশ- ফিনল্যান্ড ।

নিশীথ সূর্যের দেশ -নরওয়ে ।

সাত পাহাড়ের শহর- রোম।

সম্মেলনের শহর- জেনেভা ।

আগুনের দ্বীপ বলা হয়— আইসল্যান্ডকে।

যে **দেশের আকৃতি অনেকটা বুট জুতা** সদৃশ-ইতালির।

ইউরোপের **দ্বার**- ভিয়েনা।

ইউরোপের **ককপিট**- বেলজিয়াম।

বিবিধঃ

ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন- **১০নং ডাউনিং** স্ট্রিট।

ব্রিটেনের অর্থমন্ত্রীর বাসভবন- **১১নং ডাইনিং** স্ট্রিট।

বিভিন্ন ধরণের রাষ্ট্রের ধরণ এবং পুনর্গঠিত রাষ্ট্রসমূহঃ

বাল্টিক রাষ্ট্র - বাল্টিক সাগরের তীরবর্তী দেশমূহকে একত্রে বাল্টিক রাষ্ট্র বলা হয়। এগুলো হলো- ১. এস্তোনিয়া ২. লাটভিয়া ৩. লিথুয়ানিয়া

স্ক্যান্ডেনেভিয়ান রাষ্ট্র – স্ক্যান্ডেনেভিয়ান উপদ্বীপে অবস্থিত দেশসমূহকে একত্রে স্ক্যান্ডেনেভিয়ান রাষ্ট্র বলা হয়। স্ক্যান্ডেনেভিয়ান রাষ্ট্র হল **৫টি**। এগুলো হলো- **১. আইসল্যান্ড ২. ডেনমার্ক ৩. নরওয়ে ৪. সুইডেন ৫. ফিনল্যান্ড**। এর মধ্যে নরওয়ে, ডেনমার্ক, সুইডেন হলো স্ক্যান্ডিনেভিয়ান রাষ্ট্র। (ব্রিটানিকার মতে, নরডিক রাষ্ট্র ৫টি -আইসল্যান্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যান্ড এবং এর মধ্যে নরওয়ে, ডেনমার্ক, সুইডেন হলো স্ক্যান্ডিনেভিয়ান রাষ্ট্র।)
বলকান রাষ্ট্র – বলকান পর্বতমালার পাদদেশে অর্থাৎ নিম্নবর্তীস্থানে অবস্থিত রাষ্ট্রসমূহকে একত্রে বলকান রাষ্ট্র বলা হয়। **বলকান রাষ্ট্র মোট ১১টি**। এগুলো হলো ১. সার্ভিয়া ২. মন্টিনিগ্রো ৩. ক্রোয়েশিয়া ৪. স্লোভেনিয়া ৫. বসনিয়া হার্জেগোভেনা ৬. মেসিডোনিয়া ৭. কসোভো ৮. আলবেনিয়া ১০, বুলগেরিয়া ১০. গ্রিস ১১. রোমানিয়া।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে গঠিত স্বাধীন রাষ্ট্র ১৫টি।

যুগোস্লাভিয়া ভেঙ্গে আত্মপ্রকাশ ঘটে- **৭টি স্বাধীন দেশের** (বসনিয়া হার্জেগোভিনা, ক্রোয়েশিয়া, কসোভো, মেসিডোনিয়া, মন্টিনিগ্রো, সার্বিয়া, স্লোভেনিয়া)

ইউরোপের **চারটি দেশের দেশ ও রাজধানীর নাম একই**। এগুলো হল- লুক্সেমবার্গ, সানম্যারিনো, ভ্যাটিকান ও মোনাকো। **(এদের দেশের নামই এদের রাজধানীর নাম)**

উত্তর আমেরিকাঃ

পৃথিবীর উত্তর ও পশ্চিম গোলার্ধে অবস্থিত একটি মহাদেশ হল উত্তর আমেরিকা।

উত্তর আমেরিকার গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহঃ

আয়তনে পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম মহাদেশ- উত্তর আমেরিকা।

উত্তর আমেরিকা আবিস্কার করেন- ইতালির নাবিক **ক্রিস্টোফার কলম্বাস, ১৪৯২ সালে**।

উত্তর আমেরিকার নামকরণ করা হয়- **আমেরিগো ভেসপুচির** নামানুসারে।

উত্তর আমেরিকায় **মোট স্বাধীন দেশ**- ২৩টি।

আয়তনে উত্তর আমেরিকার **বৃহত্তম দেশ**- কানাডা।

জনসংখ্যায় উত্তর আমেরিকার **বৃহত্তম দেশ**- যুক্তরাষ্ট্র।

ত্রিভুজাকৃতি মহাদেশ- উত্তর আমেরিকা।

উত্তর আমেরিকাকে এশিয়া থেকে পৃথক করেছে— বেরিং প্রণালী।

উত্তর আমেরিকাকে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে পৃথক করেছে- পানামা খাল।

আটলান্টিক এবং প্রশান্ত মহাসাগরকে যুক্ত করেছে- পানামা খাল।

প্রশান্ত মহাসাগরের প্রবেশদ্বার-পানামা খাল।

উত্তর আমেরিকা মহাদেশের **দীর্ঘতম নদীর** নাম– মিসিসিপি।

উত্তর আমেরিকা মহাদেশের **বৃহত্তম হ্রদ**- সুপিরিয়র।

উত্তর আমেরিকা তথা পৃথিবীর **বৃহত্তম জলপ্রপাত**- নায়াগ্রা।

উত্তর আমেরিকার **আদিম আধিবাসী**- রেড ইন্ডিয়ান।

রেড ইন্ডিয়ান source:Red Wing Amsterdam

উত্তর আমেরিকার সবচেয়ে **জনবহুল নগরী**- মেক্সিকো সিটি।

উত্তর আমেরিকার **সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ**-মাউন্ট ডেনালি।

যুক্তরাষ্ট্রঃ

জেফারসন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন ৪ জুলাই, ১৭৭৬।

যুক্তরাষ্ট্রের **জাতীয় দিবস** ৪ জুলাই।

বিশ্বের **ক্ষুদ্রতম সংবিধান** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে **স্ট্যাচু অব লিবার্টি** উপহার দেয়—ফ্রান্স।

ওয়াশিংটন ডি.সি নামের D.C এর পূর্ণ রূপ -ডিস্ট্রিক্ট অব কলম্বিয়া।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের অফিসের নাম- ওভাল অফিস।

ডেথ ভ্যালি' অবস্থিত- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।

সিলিকন ভ্যালি অবস্থিত- যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার সানফ্রান্সিসকোতে।

'বিগ আপেল' বলা হয়— নিউইয়র্ক শহরকে।

'ওয়াল স্ট্রিট' অবস্থিত- নিউইয়র্কে।

বাতাসের শহর -শিকাগো।

পৃথিবীর কসাইখানা-শিকাগো।

ওয়াটার গেট নামের বাণিজ্যিক ভবন অবস্থিত- ওয়াশিংটনে।

যুক্তরাষ্ট্রের **প্রতিরক্ষা কার্যালয়**- পেন্টাগন।

ফ্রান্সের নিকট থেকে **ক্রয়কৃত রাজ্যটি** হলো- লুইসিয়ানা (১৮০৩)।

রাশিয়ার নিকট থেকে **ক্রয়কৃত অঙ্গরাজ্য** হলো— আলাস্কা (১৮৬৭)।

যুক্তরাষ্ট্র ইউনিয়নে **সর্বশেষ** যোগ দেয়— হাওয়াই স্টেট (১৯৫৯)

আয়তনে যুক্তরাষ্ট্রের **বৃহত্তম অঙ্গরাজ্য**—আলাস্কা। এটি রাশিয়ার কাছ থেকে ক্রয় করে ১৮৬৭ সালে।

হোয়াইট হাউজের স্থপতি- জেমস হোবান।

কানাডাঃ

আয়তনের দিক থেকে পৃথিবীর **দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ** -কানাডা

কানাডার ভাষা-ইংরেজি, কিন্তু কানাডার **কুইবেক অঞ্চলের** জনগোষ্ঠী কথা বলে— ফরাসি ভাষায়।

৪৯° উত্তর অক্ষারেখা - যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মধ্যে চিহ্নিত সামান্ত রেখা।

ম্যাপল পাতার দেশ-কানাডা ।

কানাডার অঙ্গরাজ্য -১০টি (এর ৩টি অঞ্চল রয়েছে)

কাগজ শিল্পের জন্য বিখ্যাত-কানাডা।

বিবিধঃ

চকোলেট আবিষ্কৃত হয়- মেক্সিকোতে।

পপুলার লিবারেশন আর্মি সংগঠন অবস্থিত- মেক্সিকোতে।

পর্বত মধ্যবর্তী মালভূমি- মেক্সিকো।

গুয়ানতানামো বন্দীশালা অবস্থিত- কিউবায়।

কিউবা যেই কারণে বিখ্যাত- চিনি।

মুক্তার দেশ বলা হয়-কিউবাকে।

মধ্য আমেরিকার দেশগুলোর মধ্যে **সেনাবাহিনী নেই**- কোস্টারিকার।

দক্ষিণ আমেরিকাঃ

আয়তনের দিকে থেকে এশিয়া, আফ্রিকা ও উত্তর আমেরিকার পরেই এর স্থান। দক্ষিণ আমেরিকা পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম মহাদেশ।

দক্ষিণ আমেরিকায় **স্বাধীন দেশের সংখ্যা**- ১২টি।

দক্ষিণ আমেরিকার তথা **বিশ্বের উচ্চতম জলপ্রপাত**— অ্যাঞ্জেলস (ভেনিজুয়েলা)।

দক্ষিণ আমেরিকা তথা **পৃথিবীর দীর্ঘতম পর্বতমালা হলো**— আন্দিজ পবর্তমালা।

দক্ষিণ আমেরিকা তথা **পৃথিবীর প্রশস্ততম নদী**— আমাজন।

আয়তনে ও জনসংখ্যায় **দক্ষিণ আমেরিকার বৃহত্তম দেশ**-ব্রাজিল।

দক্ষিণ আমেরিকা তথা **পৃথিবীর উচ্চতম রাজধানীর নাম**- লাপাজ (বলিভিয়া)।

বিশ্বের উচ্চতম হ্রদ টিটিকাকা অবস্থিত- বলিভিয়ায়।

পৃথিবীর **সর্ব দক্ষিণের নগরী**- পুয়ার্েটো ইউলিয়াম (চিলি)।

দক্ষিণ আমেরিকার **বৃহত্তম দ্বীপ** - টিয়েরা ডেল ফুয়েগো

বিশ্বের **বৃহত্তম কোকেন উৎপন্নকারী দেশ**- কলম্বিয়া।

দক্ষিণ আমেরিকার একমাত্র দেশ যেটি **পর্তুগালের উপনিবেশ** ছিল- ব্রাজিল।

দক্ষিণ আমেরিকার **দুটি স্থলবেষ্টিত দেশ**- বলিভিয়া এবং প্যারাগুয়ে।

পৃথিবীর **সরু রাষ্ট্র**- চিলি।

ইনকা জাতির বসবাস ছিল- চিলিতে।

ইনকা সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ source:Britannica

ইনকা সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ দেখা যায় -পেরুর মাচুপিচুতে, দক্ষিণ আমেরিকা।

দক্ষিণ আমেরিকার **চির বসন্তের দেশ**-ইকুয়েডর ।
দক্ষিণ আমেরিকার **গেরিলা নেতা ও বিপ্লবী চে গুয়েভারা** জন্মগ্রহণ করেন আর্জেন্টিনায়।

ফকল্যান্ড দ্বীপ নিয়ে ব্রিটেন ও আর্জেন্টিনার মধ্যে যুদ্ধ হয় -১৯৮২ খ্রিস্ট্রাব্দে।

আফ্রিকাঃ

আফ্রিকা আয়তন ও জনসংখ্যা উভয় বিচারে বিশ্বের ২য় বৃহত্তম মহাদেশ (এশিয়ার পরেই)। এর বেশির ভাগ অংশই **ক্রান্তীয় অঞ্চলে** অবস্থিত।

আয়তনে পৃথিবীর **দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাদেশ**- আফ্রিকা।

আফ্রিকা মহাদেশে **স্বাধীন দেশের** সংখ্যা- ৫৪টি।

আয়তনে আফ্রিকার **বৃহত্তম দেশ**- আলজেরিয়া ।

আয়তনে আফ্রিকার **ক্ষুদ্রতম দেশ**–সিসেলিস।

আফ্রিকা ও **পৃথিবীর উষ্ণতম** স্থান হলো- আল আজিজিয়া (সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৫৮° সেঃ, লিবিয়া)

আফ্রিকার **সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ**- কিলিমানজারো (১৯৩৪ ফুট)।

আফ্রিকার **পরাধীন দেশ**- পশ্চিম সাহারা (মরক্কোর উপনিবেশ)।

আফ্রিকার তথা পৃথিবীর **দীর্ঘতম নদী**- নীলনদ (৬৬৬৯ কি. মি. যা **১১**টি দেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে)।

নীলনদের **উৎপত্তি**- ভিক্টোরিয়া হ্রদ।

নীলনদের **পতনস্থল** -ভূ-মধ্যসাগর।

আফ্রিকা তথা পৃথিবীর **বৃহত্তম মরুভূমি**- সাহারা মরুভূমি।

আফ্রিকা মহাদেশের **বৃহত্তম দ্বীপ**- মাদাগাস্কার।

হর্ন অব আফ্রিকা বা আফ্রিকার উত্তর-পূর্বাংশে অবস্থিত -সোমালিয়া, ইরিত্রিয়া, ইথিওপিয়া ও জিবুতি।।

উত্তর আফ্রিকার দেশগুলোর **ভৌগোলিক সীমারেখার** বৈশিষ্ট্য- জ্যামিতিক সীমারেখা।

আফ্রিকা ও ইউরোপ মহাদেশ বিভক্ত- জিব্রাল্টার প্রণালী দ্বারা।

আফ্রিকার **বৃহত্তম হ্রদ**- ভিক্টোরিয়া হ্রদ।

আফ্রিকার **মধ্যভাগ** দিয়ে অতিক্রম করেছে- বিষুব রেখা।

দক্ষিণ আফ্রিকাঃ

পৃথিবীর সবচেয়ে **বেশি হীরা উত্তোলিত** হয় -দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে।

পৃথিবীর সবচেয়ে **বড় হীরক খনি 'কিম্বার্লি** ' অবস্থিত— দক্ষিণ আফ্রিকায়।

টেবল মাউন্টেন –আফ্রিকার পর্বত যা দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনে অবস্থিত।

কেপ অফ গুড হোপ/ উত্তমাশা অন্তরীপ অবস্থিত- দক্ষিণ আফ্রিকায়।

বিখ্যাত স্বর্ণখনি অবস্থিত- দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে।

East London অবস্থিত- দক্ষিণ আফ্রিকায়।

জাম্বিয়ার পুরাতন নাম- উত্তর রোডেশিয়া।

জিম্বাবুয়ের পুরাতন নাম- দক্ষিণ রোডেশিয়া।

হেলেনিস্টিক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল—মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ায়।

হেলেনিস্টিক সভ্যতা গড়ে তুলেন- গ্রিস ও ম্যসিডোন অধিপতি আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট।

মিশরের **সবচেয়ে বড় পিরামিড**-ফারাও খুফুর পিরামিড

৩৬৫ দিনে বছর গণনা শুরু করেছিল- মিশরীয়রা

১২ মাসে ১ বছর, ৩০ দিনে ১ মাস এই গণনা রীতি সূচনা করে- মিশরীয়রা

ক্লিওপেট্রা যে দেশের রানী ছিলেন- মিশর।

সুয়েজ খালঃ

সুয়েজ খাল চালু হয়- ১৮৬৯ সালে। **(মিসরের সিনাই উপদ্বীপের পশ্চিমে)**

সুয়েজ খালে জাতীয়করণ করেন- **জামাল আব্দেল নাসের**, ১৯৫৬ সালে।
Dead Heart of Africa বলা হয়-শাদকে।

ইথিওপিয়ার পুরাতন নাম -আবিসিনিয়া।

ইবোলা নদী অবস্থিত- কঙ্গো প্রজাতন্ত্রে।

তাহরির স্কয়ার অবস্থিত- কায়রো, মিশর।

Source: CairoScene

ঘানার পুরাতন নাম- গোল্ড কোস্ট।

বাংলাদেশ স্কয়ার অবস্থিত- লাইবেরিয়ায়।

তানজানিয়ার বিখ্যাত **সমুদ্রবন্দর**- জাঞ্জিবার।

ওশেনিয়াঃ

তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে ওশেনিয়া অঞ্চলকে - এগুলো মেলানেশিয়া, মাইক্রোনেশিয়া এবং পলিনেশিয়া।

প্রশান্ত এবং ভারত মহাসাগরে অবস্থিত **দ্বীপ রাষ্ট্রসমূহ** নিয়ে গঠিত- ওশেনিয়া মহাদেশ।

বিশ্বের **ক্ষুদ্রতম মহাদেশ**- ওশেনিয়া।

ওশেনিয়া মহাদেশে **স্বাধীন দেশের** সংখ্যা- ১৪টি।

স্থলবেষ্টিত রাষ্ট্র নেই- ওশেনিয়া মহাদেশে।

আয়তন এবং জনসংখ্যায় ওশেনিয়ার **বৃহত্তম দেশ**- অস্ট্রেলিয়া।

ওশেনিয়া মহাদেশের **দীর্ঘতম নদী**- মারে ডার্লিং।

অস্ট্রেলিয়াঃ

অস্ট্রেলিয়া **শব্দের অর্থ**- এশিয়ার দক্ষিণাঞ্চল ।

অস্ট্রেলিয়ার **আদিবাসীদের** বলা হয়— অ্যাবরিজিন।

অষ্ট্রেলিয়ার **রাষ্ট্রপ্রধান** -ব্রিটেনের রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ।

অপেরা হাউজ অবস্থিত- সিডনির বন্দরে বেনেলং পয়েন্টে। (স্থপতি- জন অটজান)

নিউজিল্যান্ডঃ

নিউজিল্যান্ডের **জাতীয় পাখি**- কিউই।

নিউজিল্যান্ডের **অধিবাসীদের** বলা হয় -কিউই।

বিশ্বে নিউজিল্যান্ডের **নারীরা সর্বপ্রথম ভোটাধিকার** পায়-১৮৯৩ সালে।

নিউজিল্যান্ডের **আদিবাসীদের** বলা হয়-মাওরি ।

মার্শাল, ক্যারোলিনা,মেরিয়ানা প্রভৃতি দ্বীপ নিয়ে গঠিত অঞ্চলের নাম- মাইক্রোনেশিয়া।

এন্টার্কটিকাঃ

পৃথিবীর সর্বদক্ষিণে অবস্থিত মহাদেশ হল এন্টার্কটিকা।

বরফাবৃত মহাদেশ- এন্টার্কটিকা।

পৃথিবীর মোট **জমাটবদ্ধ বরফের ৯০%**- এন্টার্কটিকায়।

এন্টার্কটিকা মহাদেশের **সক্রিয় আগ্নেয়গিরি**- মাউন্ট ইরেবাস।

রস সাগর এবং **ওয়েডেস** সাগর অবস্থিত- এন্টার্কটিকায়।

বৃহত্তম ভাসমান খন্ড **রক আইসেলেফ** অবস্থিত- **এন্টার্কটিকা** মহাদেশে।

এন্টার্কটিকা মহাদেশের অপর নাম- **কুমেরু** মহাদেশ।

অঞ্চলভিত্তিক ভৌত পরিবেশ (ভূ- প্রাকৃতিক), সম্পদের বন্টন এবং গুরুত্বঃ

পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক গঠনঃ

পৃথিবীর বহিরাবরণকে বলা হয়— ভূ-ত্বক, ভূ-ত্বকের গড় গভীরতা প্রায় ১৬ কি. মি.।

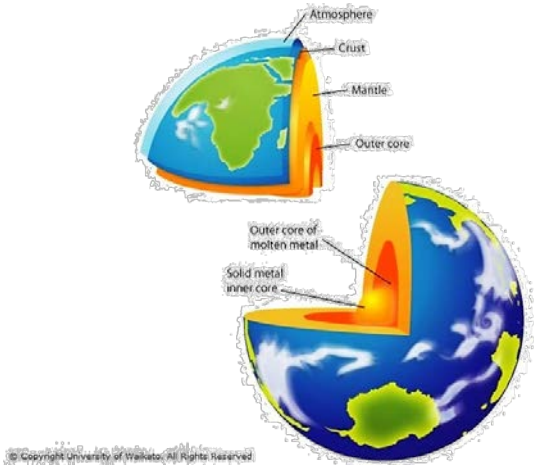

Source: Science Learning Hub

ভূ-ত্বকের **প্রধান উপাদান** হল- অক্সিজেন (O)।

ভূ গর্ভের **অশ্মমণ্ডল, গুরুমণ্ডল এবং কেন্দ্রমণ্ডল** নামে তিনটি স্তর রয়েছে।

অশ্মমন্ডল (Lithosphere) বলতে প্রাকৃতিকভাবে তৈরি গ্রহ-উপগ্রহসমূহের এমন একটি স্তরকে বোঝানো হয় যেটি মূলত বহিরাবরণ হিসাবে কাজ করে থাকে।

গুরুমণ্ডল (Barysphere) হল পৃথিবীর অভ্যন্তরের মাঝের স্তর বা মণ্ডল।

কেন্দ্রমণ্ডল পৃথিবীর সবচেয়ে কেন্দ্র অঞ্চলে অবস্থিত.

কেন্দ্র মন্ডলের ওজন - পৃথিবীর ওজনের এক তৃতীয়াংশ।

কেন্দ্র মন্ডলের আয়তন- পৃথিবীর মোট আয়তনের ১৬ভাগ।

বিবিধঃ

হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের উৎপত্তি ও অবস্থান -যুক্তরাষ্ট্রে (প্রশান্ত মহাসাগরে)। এ দ্বীপপুঞ্জ আগ্নেয়গিরির অগ্নৎপাতের ফলে সৃষ্ট।

বিশ্বের সর্বোচ্চ আগ্নেয়গিরি- ওডস ডেল স্যালাডো (উচ্চতা 6893 মিটার) যার অবস্থান চিলিতে.

খাইবার গিরিপথ অবস্থিত – পাকিস্তান-আফগানিস্তান সীমান্তে।

মধ্যপ্রাচ্যের মালভূমি-আনাতোলিয়া।

থর মরুভূমির অবস্থান -ভারত-পাকিস্তান।

কালাহারি মরুভূমির অবস্থান- দক্ষিণ আফ্রিকা।

ইউরোপের **সর্ববৃহৎ পর্বতমালা**- আল্পস।

পৃথিবীর **দীর্ঘতম পর্বতশ্রেণী**- আন্দিজ পর্বতমালা।

জাপানের **যে পর্বতশৃঙ্গে সুপ্ত আগ্নেয়গিরি** রয়েছে- ফুজিয়ামা ।

লাদাখ মরুভূমি (জম্মু ও কাশ্মীর)— শীতল প্রকৃতির।

পর্বত থেকে নিচু কিন্তু সমভূমি থেকে উঁচু বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি হল- মালভূমি।